বিজ্ঞান-গবেষণায় বাঙালি

বাঙালি প্রতিভাবান জাতি—তাই বিজ্ঞান-গবেষণায়ও সে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে, এ আর আশ্চর্যের কথা কী। পরাধীন যুগে বাঙালি বিজ্ঞানীরা গবেষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য পাননি, তবু তারই মধ্যে বহু বাঙালি বিজ্ঞানীর গবেষণার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে বাঙলি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারগুলি ভীষণভাবে সমাদৃত হয়েছিল। বেতার আবিষ্কারের খ্যাতি থেকে তিনি বঞ্চিত হন, কিন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানজগতে চমক সৃষ্টি করে, বিশ্বের এক অগ্রণী বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি স্বীকৃত হন। জগদীশচন্দ্রের পরে যে বাঙালি বিজ্ঞানী রসায়ন বিজ্ঞানে নানা আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শিক্ষক হিসেবে তিনি এদেশে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার এনেছিলেন। এই পর্বের স্মরণীয় বিজ্ঞানী যাঁরা—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার মিত্র, জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, প্রিয়দারঞ্জন রায়—এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। পদার্থবিজ্ঞানে মেঘনাদ সাহা এবং পরিসংখ্যান তত্ত্বে সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণীয় নাম। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কার পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। পরিসংখ্যানে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং সৌরমণ্ডলের গবেষণায় শিশিরকুমার মিত্রের জগৎজোড়া নাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বাঙালির অবদান কম নয়। কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী থেকে শুরু করে মহেন্দ্রলাল সরকার, রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, সুবোধ মিত্র, 'টেস্ট টিউব বেবি' বা নলজাতকের স্রষ্টা ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়—সকলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। এই তালিকার শেষ নেই। আজ কেবল এ দেশে নয়, বিদেশেও কর্মরত রয়েছেন বহু বাঙালি বিজ্ঞানী—তাঁদের প্রতিভার দ্যুতিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

REDMI NOTE 9 PRO
MI DUAL CAMERA